জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি: মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬)

জীবনপঞ্জি

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯: মার্টিন হাইডেগারের জন্ম। বাবার নাম ডিরিখ, মায়ের নাম জোহানা; পরিবারটি ধর্মে ক্যাথলিক।

১৯১৪: ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট সমাপ্ত করেন। প্রথমে লেখাপড়া শুরু করেছিলেন ধর্মতত্ত্বে, পরে বিষয় পরিবর্তন করে দর্শনশাস্ত্রের জগতে যান। অধ্যাপক এডমন্ড হুসার্ল (১৮৫৯-১৯৩৮) তাঁর গুরুস্থানীয় এবং জীবনের ধ্রুবতারা।

১৯১৬: পোস্ট-ডক্টরেট শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিলেন।

২১ মার্চ, ১৯১৭: এলফ্রিডে পেট্রির সঙ্গে বিয়ে। বিয়ের পর তিনি স্ত্রীর প্রোটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন।

১৯১৯: প্রথম সন্তান ইয়োর্গের জন্ম।

১৯২০: দ্বিতীয় সন্তান হেরমানের জন্ম, যদিও তার জন্মদাতা পিতা হেইডেগার নন। পারিবারিক বন্ধু (?) ও ড: ফ্রেইডেল সেজার হলেন হেরমানের প্রকৃত জন্মদাতা।

১৯২৩: দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর সহকর্মীরা দর্শনশাস্ত্রের মহীরুহ।

১৯২৪: সতেরো বছর বয়েসী ছাত্রী হানা আরেন্ট (১৯০৬-১৯৭৫) যোগ দিলেন পয়ঁত্রিশ বছর বয়েসি অধ্যাপক হাইডেগারের ক্লাসে: সেই বছরেই তাঁদের প্রেম এবং দীর্ঘ যৌন সম্পর্কের সূচনা।

১৯২৭: প্রথম গ্রন্থ "অস্তিত্ব ও প্রহর" এর প্রকাশ।

১৯২৮: অধ্যাপক হুসার্ল অবসর নেবার পর ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। এখানেই কাটবে তাঁর বাকি জীবন।

৩০ জানুয়ারী ১৯৩৩: হিটলার হলেন জার্মানির চ্যান্সেলর। ২১ এপ্রিল: হাইডেগার ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নির্বাচিত হলেন। ১ মে: তিনি তিনি যোগ দিলেন নাৎসি পার্টিতে। নভেম্বর মাসে ঘোষণা করলেন হিটলারের ও নাৎসি পার্টির প্রতি অপরিসীম আনুগত্য।

এপ্রিল ১৯৩৪: ত্যাগ করলেন রেক্টরের পদ, রয়ে গেলেন অধ্যাপক নাৎসি পার্টিতে সদস্য হিসেবে। হতে চেয়েছিলেন নাৎসি পার্টিতে দার্শনিক মুখপাত্র, কিন্তু সেই পদের জন্যে তুমুল প্রতিযোগিতা।

১৯৪২: নাৎসি পার্টির বাধাদানের ফলে বন্ধ হল তাঁর রচনা প্রকাশ।
১৯৪৪: তাঁকে পাঠানো হলো রাইন নদীর পারে পরিখা খোঁড়ার কাজে।
১৯৪৫: যুদ্ধের শেষে পদত্যাগ করলেন নাৎসি পার্টি থেকে।
১৯৪৬-১৯৪৯: বন্ধ থাকলো অধ্যাপনা ও রচনা প্রকাশ, বিচার চললো যুদ্ধ-অপরাধের; শাস্তি পেলেন না, কারণ তাঁর অপরাধ ছিল কেবল সহায়তার।
১৯৫০: শীতের সেমিস্টারে আবার যোগ দিলেন ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায়।
১৯৫১: এমেরিটাস অধ্যাপকের পদ পেলেন সেখানে।
২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬: "দার স্পিগেল" সাময়িকপত্রের পক্ষ থেকে তাঁর এক বিরল সাক্ষাৎকার নিলেন রুডলফ অগাস্টিন এবং গেয়র্গ উলফ; একমাত্র শর্ত যে তা প্রকাশ হবে তাঁর মৃত্যুর পরে। সেখানে সাফাই গাইলেন তাঁর নাৎসি-প্রেমের, জানালেন যে সেটাই একমাত্র উপায় ছিল তাঁর প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাঁচানোর। সাক্ষাৎকার প্রকাশ পেল তাঁর মৃত্যুর পাঁচদিন পর।
১৯৬৭: ইহুদি কবি, যিনি হলোকাস্ট থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন, কিন্তু সেই স্মৃতি তাঁকে তাড়া করেছিল আত্মহননের দিকে, সেই পল সেলান (১৯২০-১৯৭০) এর সঙ্গে পরিচয়। সেলান এসেছিলেন ব্ল্যাক ফরেস্টের টটনাউবার্গ গ্রামে তাঁর খামারবাড়িতে এবং প্যারিসে ফিরে গিয়ে তিনি ওই একই নামে একটি বিখ্যাত কবিতা লিখলেন।
১৯৬৭: তিনি অবসর নিলেন অধ্যাপনার কাজে।
১৯৭৬: মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি দেখা করলেন ক্যাথলিক পুরোহিত এবং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী বের্নহার্ড ওয়েলটের সঙ্গে; কী আলোচনা হয়েছিল তাঁদের, জানা যায় না, কিন্তু হাইডেগারকে ফিরিয়ে নেওয়া হলো ক্যাথলিক চার্চে।
২৬ মে, ১৯৭৬: পশ্চিম জার্মানির ফ্রেইবার্গ শহরে ৮৬ বছর বয়েসে হাইডেগারের মৃত্যু। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো ক্যাথলিক ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী; অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন অধ্যাপক ওয়েলটে। মেবকার্চ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হলো তাঁর মরদেহ।

গ্রন্থপঞ্জি

হাইডেগারের গ্রন্থসংখ্যা অপরিসীম, মৃত্যুর চার দশক পরেও এখনো প্রকাশিত হয়ে চলেছে তাঁর প্রবন্ধ, সন্দর্ভ, বক্তৃতা ও গবেষণামালা। আমি এখানে ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত তাঁর মূল গ্রন্থগুলির একটা আবছা পরিচয় দিতে চেয়েছি:

Being and Time– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯২৭ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন জন ম্যাকারি এবং এডওয়ার্ড রবিনসন; প্রকাশ ১৯৬২। দ্বিতীয় ইংরেজি অনুবাদ: জোন স্ট্যাম্বো, প্রকাশ ১৯৯৬।

Problem of Kant and the Metaphysics– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯২৯ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন রিচার্ড টাফ, প্রকাশ ১৯৯০।

On the Essence of Truth - জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন টেড স্যাডলার, প্রকাশ ২০০২উ

The Phenomenology of Religious Life– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯৩২ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ম্যাথিয়াস শি, জেনিফার গোসেটি-ফেরেন্সেই, প্রকাশ ২০১০।

The Origin of the Work of Art– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ডেভিড ফ্যারেল ক্রেল, প্রকাশ ২০০৮।

Introduction to Metaphysics– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন গ্রেগোরি ফ্রায়েড এবং রিচার্ড পোল্ট, প্রকাশ ২০০০।

Contributions to Philosophy– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬-৩৮ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন পারভিস এমাদ এবং কেনেথ ম্যালি, প্রকাশ ১৯৯৯।

Holderlin's Hymn 'The Ister"– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯৪২ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন উইলিয়াম ম্যাকনিল এবং জুলিয়া ডেভিস, প্রকাশ ১৯৯৬।

The Question Concerning Technology– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ডেভিড ফ্যারেল ক্রেল, প্রকাশ ১৯৯৩।

Building Dwelling thinking– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯৫১ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ইংরেজি অনুবাদ করেছেন আলবার্ট হফস্টেটার, প্রকাশ ১৯৭১।

Poetry– Language– Thought– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯৫২ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন আলবার্ট হফস্টেটার, প্রকাশ ১৯৭১।

What is Called Thinking?– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ডে উইক এবং গ্লেন গ্রে , প্রকাশ ১৯৬৮।

The Principle of Reason– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫-৫৬ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন রেজিনাল্ড লিলি, প্রকাশ ১৯৯১।

Identity and Difference– জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৯২৭ সাল। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন জোন স্ট্যাম্বো, প্রকাশ ১৯৬৯।

Black Notebooks– রচনাকাল ১৯৩১ থেকে ১৯৪১। প্রথম প্রকাশ ২০১৪। এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর তীব্র ইহুদি-বিদ্বেষ। ইংরেজি অনুবাদ হয়নি

সংকলন: অংকুর সাহা